OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 528 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 528 - 538
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি : শিক্ষামূল্য, সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ

শুভাশিস দাস
গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: subhashis1357@gmail.com
0009-0000-4190-2711
এবং
ড. আশীষ দাস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার
শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, কালনা কলেজ
Email ID: ashisd031@gmail.com
0009-0007-2965-4453

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Bengali Folk Culture; School Education; Educational Values; Teaching-Learning; Cultural Heritage; Local Knowledge; Students' Perspectives; Teachers' Perspectives.

Abstract
Education is not only about gaining knowledge from textbooks; it also helps students develop creativity, values, social awareness, cultural identity, and an understanding of their surroundings. In this context, counting local culture and indigenous knowledge in school education can make learning more significant, interesting, and connected to students' real-life practices. Bengali folk culture includes various elements such as folktales, folk songs, Baul and Bhatiali songs, folk dances, proverbs, rhymes, riddles, Patachitra, folk festivals, traditional practices, and other cultural expressions. These elements replicate the life, values, history, and experiences of the people of Bengal. The present study aimed to explore the views and experiences of students and teachers including the inclusion of Bengali folk culture in school education and to understand its educational value, possibilities, challenges, and ways of effective inclusion. The study followed a qualitative research approach with a qualitative descriptive research design. It was conducted in two schools under the Kalna Sub-Division of Purba Bardhaman district, West Bengal. Students and teachers at the secondary level were selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews using predetermined and probing questions. The collected data were analysed through thematic analysis, which resulted in five major themes: understanding and experiences of Bengali folk culture, its educational value, possibilities in teaching-learning, challenges of inclusion, and suggestions for effective implementation. The findings show that students mainly learn about Bengali

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 528 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

folk culture through their families, communities, and everyday experiences, while teachers consider it a form of local knowledge, cultural heritage, and a useful teaching resource. Participants identified several educational benefits, including the development of values, language and literary skills, creativity, cultural identity, social awareness, and local knowledge. Bengali folk culture can also be used in different subjects through storytelling, drama, role-play, folk songs, drawing, project work, and community-based activities. Finaly, the study suggests that Bengali folk culture can be a meaningful and locally relevant educational resource that can enrich school education and connect students' learning with their cultural and social experiences.

Discussion

ভূমিকা : বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কেবল তথ্য ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ, সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তন, সামাজিক সচেতনতা, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে (Ministry of Human Resource Development ১; Das et al. ২))। বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ও ডিজিটাল শিক্ষণের প্রসারের পাশাপাশি শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে (Hashim ৩; Das et al. ৪)। UNESCO-এর *State of the Education Report for India 2024* শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সংহতি বিকাশের গুরুত্ব তুলে ধরেছে (Das et al. ৫)। একইভাবে, *National Education Policy 2020* ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও দেশীয় জ্ঞান-পরম্পরাকে শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে (Ministry of Human Resource Development ৬)।

লোকসংস্কৃতি বলতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রচলিত জীবনযাপন, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা, লোককথা, লোকগান, লোকনৃত্য, প্রবাদ-প্রবচন, লোকশিল্প, উৎসব ও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকে বোঝায় (Dey ৭; Sengupta ৮)। বাংলা লোকসংস্কৃতি বাংলার মানুষের সামাজিক জীবন, ইতিহাস, প্রকৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এর বিভিন্ন উপাদান ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষণে কার্যকর শিক্ষণ-উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (Rukmana ৯; Barli et al ১০.; Rahiem and Rahim ১১)।

তবে বাংলা লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক শিক্ষামূল্য, শিক্ষণ-শিখনে এর সম্ভাবনা এবং অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা তুলনামূলকভাবে সীমিত। তাই বর্তমান গবেষণায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের ভিত্তিতে বাংলা লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য, শিক্ষণ-শিখনে ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গবেষণার পটভূমি (Background of the Study) : শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক জ্ঞান অর্জন নয়; এটি শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও মানবিক গুণাবলির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা ও লোকজ জ্ঞানকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করলে শিক্ষণ আরও প্রাসঙ্গিক, অর্থবহ ও জীবনঘনিষ্ঠ হতে পারে। UNESCO-এর *State of the Education Report for India 2024* সংস্কৃতি ও শিল্পকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, সহমর্মিতা ও সামাজিক সংহতি বিকাশের গুরুত্ব তুলে ধরেছে (Das et al. ১২)।

বাংলার লোকসংস্কৃতি— যেমন লোককথা, লোকগান, বাউল ও ভাটিয়ালি গান, লোকনৃত্য, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, পটচিত্র, লোকউৎসব ও পালাগান— বাংলার মানুষের জীবনযাপন, মূল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্ক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বহন করে। বিদ্যালয়ে এসব উপাদানের ব্যবহার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা, ভাষা ও সাহিত্যচর্চা, মূল্যবোধ এবং সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক হতে পারে (Mishra and Srivastava ১৩; Nadig and Madhusudan

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 528 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৪; Yanchen ১৫)। NEP 2020-ও স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য ও প্রথাগত জ্ঞানকে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে (Ministry of Human Resource Development ১৬)।

তবে পাঠক্রমের চাপ, পরীক্ষামুখীনতা, সময়, উপকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা কার্যকরী অন্তর্ভুক্তিতে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। তাই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাংলা লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ অনুসন্ধান করা প্রাসঙ্গিক।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Research Objectives) : এই গবেষণার উদ্দেশ্য হল প্রাচীনকাল থেকে বাংলা ভাষায় যে সমস্ত লোকসংস্কৃতি (লোককথা, রূপকথা, উপকথা, লোকগান, বাউল ও ভাটিয়ালি গান, লোকনৃত্য, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, ছড়া, পটচিত্র, লোকউৎসব, পালাগান প্রভৃতি) প্রচলিত রয়েছে সেই সমস্ত লোকসংস্কৃতি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি অনুসন্ধান করা এবং এর শিক্ষামূল্য সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা।

১. বিদ্যালয় শিক্ষা প্রক্রিয়ায় বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তির সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান করা।

২. বাংলা লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য অনুধাবন করা।

৩. শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় বাংলা লোকসংস্কৃতির ব্যবহারের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা।

৪. বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা।

৫. বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতিকে কার্যকরীভাবে অন্তর্ভুক্তি করার জন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মতামত ও সুপারিশ অনুসন্ধান করা।

এই লক্ষ্যগুলিকে পূরণ করার মাধ্যমে গবেষক বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে উপলব্ধি, কিভাবে লোকোসংস্কৃতি সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার করে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় সেই সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মতামত জানতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of Related Literature) : লোকসংস্কৃতি একটি সমাজের ঐতিহ্য, জীবনযাপন, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, জ্ঞান, ভাষা, শিল্প এবং প্রচলিত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে লোকজ উপাদান শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার বিষয়বস্তুর সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত লোককথা, লোকগান, প্রবাদ-প্রবচন, লোকশিল্প এবং প্রাচীন ঐতিহ্যকে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করলে শিক্ষা আরও প্রাসঙ্গিক, অর্থবহ এবং শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক হবে। UNESCO-এর 2024 সালের ভারতের শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে সংস্কৃতি ও শিল্পশিক্ষাকে সৃজনশীলতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং সামাজিক সংহতির সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত উপাদান হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে (Das et al. ১৭)। ফলে বিদ্যালয় শিক্ষায় স্থানীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতাকে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

লোককথার শিক্ষাগত গুরুত্ব নিয়ে Mishra and Srivastava (2022) ভারতীয় লোককথাকে বিদ্যালয় শিক্ষায় ব্যবহারের সম্ভাবনা পর্যালোচনা করেছেন। তাঁদের গবেষণায় লোককথাকে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য এবং সামাজিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ভূমিকা-অভিনয়, সংলাপ, প্রতিফলনমূলক কার্যক্রম এবং সৃজনশীল শিক্ষণ-পদ্ধতির সঙ্গে লোককথাকে যুক্ত করলে শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ, অভিজ্ঞতা এবং শিখন প্রক্রিয়া আরও আকর্ষণীয় ও অর্থবহ হতে পারে বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি লোককথা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিবেশগত মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক হতে পারে (Mishra and Srivastava ১৮)। এই গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে লোকসংস্কৃতিকে শিক্ষার্থীদের শেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি শিক্ষকদের জন্যও সৃজনশীল শিক্ষণ-উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 528 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষায় লোকসংস্কৃতির ব্যবহার নিয়ে Nadig and Madhusudan-এর গবেষণাটি শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের গবেষণায় লোকসংস্কৃতিকে নৈতিক শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা এবং বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষণ-সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অভিজ্ঞ বিদ্যালয় শিক্ষকদের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা যায় যে লোকসংস্কৃতির মধ্যে নিহিত জ্ঞান ও মূল্যবোধকে যথাযথ শিক্ষণ-পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবে এর কার্যকর প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি, পরিকল্পনা এবং শিক্ষণ-প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে (Nadig and Madhusudan ১৯)। অর্থাৎ শিক্ষকরা লোকসংস্কৃতির শিক্ষাগত গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও এর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে Barli, Surtikanti, and Agung (2024)-এর গবেষণাটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁরা Dayak Kanayat'n সম্প্রদায়ের *Ne' Balungkur* লোককাহিনিকে ইংরেজি শিক্ষণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করেন। গুণগত ও বর্ণনামূলক গবেষণায় দেখা যায় যে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় লোককাহিনি ভিত্তিক শিক্ষণে আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। একই সঙ্গে লোককাহিনির মাধ্যমে শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম, সৃজনশীলতা, স্বাধীনতা, কৌতূহল, সমাজ সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধের মতো মূল্যবোধের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় (Barli et al. ২০)। এই গবেষণা লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য এবং শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক শিক্ষণ-অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে।

Agung, Suryaman, and Sayuti (2024) পশ্চিম কালিমান্তানের মৌখিক লোকসংস্কৃতিকে প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও আগ্রহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের গুণগত গবেষণায় দেখা যায়, লোকসংস্কৃতিভিত্তিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, কল্পনা এবং সৃজনশীলতা সাংস্কৃতিক উপাদান পুনর্গঠনের সুযোগ বৃদ্ধি করে। তাঁরা শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে আরও গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন (Agung et al. ২১)। অন্যদিকে Rukmana (2019) দক্ষিণ বান্টেনের স্থানীয় লোককাহিনি, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে শিক্ষার্থীদের পরিচিত সাংস্কৃতিক উপাদান শিক্ষণ-উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করলে শিক্ষার বিষয়বস্তু আরও প্রাসঙ্গিক হতে পারে (Rukmana ২২)। এই গবেষণাগুলি শিক্ষক-নির্দেশিত শিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে মূল্যবোধ শিক্ষার সম্পর্কও গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। লোককথার বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনা ও নৈতিক দ্বন্দ্ব শিক্ষার্থীদের সততা, দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, কঠোর পরিশ্রম এবং সামাজিক দায়িত্বের মতো মূল্যবোধ নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ দিতে পারে। Barli, Surtikanti, and Agung-এর গবেষণায় লোককাহিনির মধ্যে বিভিন্ন চারিত্রিক মূল্যবোধকে চিহ্নিত করা হয়েছে (Barli et al. ২৩)। একইভাবে Yanchen লোকসংস্কৃতিকে সম্মান, দয়া, সততা, সম্প্রীতি, কঠোর পরিশ্রম, সহযোগিতা, সাহস এবং সামাজিক বন্ধনের মতো মূল্যবোধ শেখানোর সম্ভাব্য শিক্ষাগত সম্পদ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন (Yanchen ২৪)। ফলে লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য কেবল বিষয়জ্ঞান অর্জনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রেও এর সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-ঘাটতি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করার যাচ্ছে। অধিকাংশ গবেষণা নির্দিষ্ট লোককাহিনি, নির্দিষ্ট লোকজ উপাদান অথবা নির্দিষ্ট শিক্ষাবিষয়ক-বিশেষত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় লোকসংস্কৃতির ব্যবহার পরিচালিত হয়েছে। কিছু গবেষণায় শিক্ষক ও শিক্ষণ-পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গিকে একই গবেষণা কাঠামোর মধ্যে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। আবার শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত গবেষণাগুলির একটি অংশ নির্দিষ্ট লোককাহিনি বা নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে বিদ্যালয় শিক্ষায় লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্মিলিত অভিজ্ঞতা, মতামত ও প্রত্যাশা নিয়ে আরও গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 528 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিশেষত বাংলা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, যেমন - লোককথা, লোকগান, বাউল, ভাটিয়ালি, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, লোকশিল্প, লোকউৎসব, পালাগান ও লোকাচার বিদ্যালয় শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এর শিক্ষামূল্য, সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জকে কীভাবে উপলব্ধি করেন, সে বিষয়ে গবেষণা তুলনামূলকভাবে সীমিত। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়-প্রেক্ষাপটে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, মতামত এবং প্রত্যাশাকে গুণগতভাবে অনুসন্ধান করার বিশেষ সুযোগ রয়েছে। শিক্ষকরা লোকসংস্কৃতিকে কীভাবে শিক্ষণ-উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন এবং শিক্ষার্থীরা এই উপাদানকে কীভাবে গ্রহণ ও করবে — এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বিত বিশ্লেষণ বিদ্যালয় শিক্ষায় লোকসংস্কৃতি অন্তর্ভুক্তির একটি বিস্তৃত চিত্র প্রদান করতে পারে।

অতএব, বর্তমান গবেষণা "বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি: শিক্ষামূল্য, সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ" শীর্ষকের অধীনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী— উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে বাংলা লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় এর ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

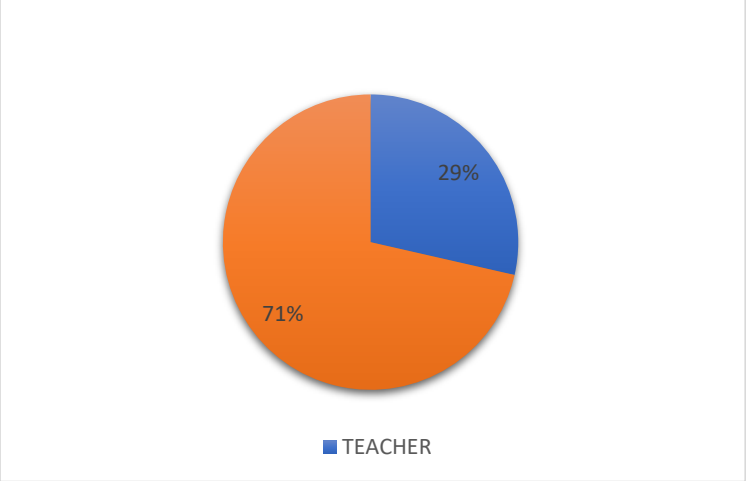
গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology) –

১. গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি (Research Approach) : বর্তমান গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Approach) গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি, উপলব্ধি, মতামত ও প্রত্যাশা গভীরভাবে অনুধাবন করা হয়েছে। বিশেষভাবে লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য, ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২. গবেষণার নকশা (Research Design) : গবেষণায় গুণগত বর্ণনামূলক গবেষণা নকশা (Qualitative Descriptive Research Design) ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভাষায় প্রকাশিত মতামত ও অভিজ্ঞতাকে বর্ণনামূলকভাবে উপস্থাপন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য ও পার্থক্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. গবেষণার ক্ষেত্র (Area of the Study) : গবেষণাটি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা সাব-ডিভিশনের দুটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। নির্দিষ্ট বিদ্যালয়-প্রেক্ষাপটে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মতামত গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

৪. গবেষণায় অংশগ্রহণকারী (Research Participants) : নির্বাচিত বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক— উভয়কেই অংশগ্রহণকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে উভয় বিদ্যালয় থেকে পাঁচজন করে শিক্ষার্থী এবং দুইজন করে শিক্ষককে নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের P1 থেকে P10 পর্যন্ত কোড করা হয়েছে এবং শিক্ষকদের T1 থেকে T4 পর্যন্ত কোড করা হয়েছে।



OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 528 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চিত্র ১: গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা

৫. নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি (Sampling Technique) : উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling) পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণার বিষয় সম্পর্কে অর্থবহ, অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য প্রদান করতে সক্ষম অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৬. তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (Data Collection Tool) : তথ্য সংগ্রহের প্রধান উপকরণ ছিল অর্ধ-সংগঠিত সাক্ষাৎকার সূচি (Semi-Structured Interview Schedule)। পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নের পাশাপাশি উত্তর অনুযায়ী অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বাংলা লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য, সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis) : গবেষণায় বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করা হয়েছে। থিমেটিক অ্যানালিসিসের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারের তথ্য বিশ্লেষণ করে পাঁচটি প্রধান থিম নির্ধারণ করা হয়েছে—

১. বাংলা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা;
২. বাংলা লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য;
৩. শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় বাংলা লোকসংস্কৃতি ব্যবহারের সম্ভাবনা;
৪. বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতি অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ; এবং
৫. কার্যকর অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মতামত ও সুপারিশ।

থিম অনুযায়ী বিশ্লেষণ—

থিম–১ : বাংলা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা : প্রথম থিমে বাংলা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ধারণা, পারিবারিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং বিদ্যালয়ের পরিচিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কোড চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমত, P3-এর বক্তব্য থেকে "লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা" এবং "পারিবারিক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা" কোড নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী লোকগান, লোকনৃত্য, দাদু-ঠাকুমার গল্প, প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, মেলা ও পুরোনো রীতিনীতিকে লোকসংস্কৃতির অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, P7-এর বক্তব্য থেকে "পারিবারিকভাবে লোকসংস্কৃতির পরিচিতি" এবং "বিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি চর্চার সীমিত সুযোগ" বিষয়ে কোড পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে পরিবার ও বিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি শেখার অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি পার্থক্য প্রতিফলিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, T2-এর বক্তব্য থেকে "লোকসংস্কৃতি হিসেবে স্থানীয় জ্ঞান" এবং "শিক্ষণ-সম্পদ হিসেবে ব্যবহারযোগ্যতা" কোড নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক লোকসংস্কৃতিকে মানুষের জীবনযাপন, ভাষা, বিশ্বাস ও সামাজিক অভিজ্ঞতার ধারক হিসেবে দেখেছেন। চতুর্থত, T4-এর বক্তব্য থেকে "শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান" এবং "সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষণের সংযোগ" কোড চিহ্নিত করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, শিক্ষার্থীরা লোকসংস্কৃতিকে প্রধানত পারিবারিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করলেও শিক্ষকরা এর মধ্যে স্থানীয় জ্ঞান ও শিক্ষণ-সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখেছেন।

থিম–২ : বাংলা লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য : দ্বিতীয় থিমে বাংলা লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে পাঁচটি উপ-থিম চিহ্নিত হয়েছে। প্রথমত, P2 ও T1-এর বক্তব্য থেকে "মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা" কোডটি পাওয়া যায়, যেখানে লোককথা ও লোকগানের মাধ্যমে সততা, সাহস, সহযোগিতা, পরিশ্রম ও সহমর্মিতার মতো নৈতিক মূল্যবোধ শেখার সম্ভাবনা উঠে এসেছে। দ্বিতীয়ত, P4 ও T3-এর বক্তব্য থেকে "ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা" কোডটি নির্ধারিত করা হয়েছে; প্রবাদ, ছড়া, লোককথা ও লোকগানের মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার, মৌখিক প্রকাশ, গল্প বলা ও সৃজনশীল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 528 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লেখার দক্ষতা বিকাশের সম্ভাবনা দেখা যায়। তৃতীয়ত, P8 ও T1-এর বক্তব্যে "সৃজনশীল ও কার্যভিত্তিক শিক্ষা" কোডটি চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে নাট্যরূপ, ছবি আঁকা, পোস্টার ও বিকল্প সমাপ্তি লেখার মতো কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে। চতুর্থত, P6 ও T2-এর বক্তব্য থেকে "সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সচেতনতা" কোডটি পাওয়া যায়। পঞ্চমত, T3 ও P9-এর বক্তব্যে "স্থানীয় জ্ঞান ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ" কোডটি উঠে এসেছে। সামগ্রিকভাবে, লোকসংস্কৃতি মূল্যবোধ, ভাষা, সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও স্থানীয় জ্ঞান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

থিম–৩: শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় বাংলা লোকসংস্কৃতি ব্যবহারের সম্ভাবনা : তৃতীয় থিমে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় বাংলা লোকসংস্কৃতি ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য থেকে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-থিম ও সংশ্লিষ্ট কোড চিহ্নিত হয়েছে। প্রথমত, P3 ও T3-এর বক্তব্য থেকে "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় লোকসংস্কৃতির ব্যবহার" কোডটি নির্ধারিত হয়েছে; লোককথা, প্রবাদ, ছড়া ও লোকগানকে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, P7 ও T3-এর বক্তব্য থেকে "স্থানীয় ইতিহাস ও সমাজ বোঝার ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির ব্যবহার" কোডটি পাওয়া গেছে। তৃতীয়ত, P6 ও T4-এর বক্তব্যে "শিল্প, সংগীত ও নৃত্যভিত্তিক শিক্ষার সম্ভাবনা" কোডটি চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে পটচিত্র, আলপনা, লোকগান ও লোকনৃত্যের হাতে-কলমে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। চতুর্থত, P8 ও T4-এর বক্তব্য থেকে "গল্প বলা, ভূমিকাভিনয় ও নাট্যভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা" কোডটি নির্বাচন করা হয়েছে। পঞ্চমত, P10 ও T2-এর বক্তব্যে "প্রকল্পভিত্তিক, অভিজ্ঞতামূলক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক শিক্ষা" কোডটি উঠে এসেছে। সামগ্রিকভাবে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই বাংলা লোকসংস্কৃতিকে বিভিন্ন বিষয় ও কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করে অংশগ্রহণমূলক, অভিজ্ঞতামূলক ও স্থানীয়-প্রেক্ষিতভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

থিম–৪: বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতি অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ : চতুর্থ থিমে বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতি অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বাস্তব চ্যালেঞ্জকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য থেকে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ উপ-থিম ও সংশ্লিষ্ট কোড চিহ্নিত হয়েছে। প্রথমত, T1 ও P5-এর বক্তব্য থেকে "পাঠক্রমের চাপ ও সময়ের সীমাবদ্ধতা" কোডটি নির্ধারিত হয়েছে; নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস শেষ করার চাপ লোকসংস্কৃতি-ভিত্তিক অতিরিক্ত কার্যক্রমের সুযোগ কমায়। দ্বিতীয়ত, T4 ও P1-এর বক্তব্য থেকে "পরীক্ষামুখী শিক্ষাব্যবস্থা" কোডটি পাওয়া যায়, যেখানে পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা প্রতিফলিত হয়েছে। তৃতীয়ত, T3-এর বক্তব্য থেকে "শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও pedagogical integration-এর প্রয়োজন" কোডটি চিহ্নিত হয়েছে। চতুর্থত, T3 ও P7-এর বক্তব্যে "শিক্ষণ-শিখন উপকরণের সীমাবদ্ধতা" কোডটি উঠে এসেছে। পঞ্চমত, T2-এর বক্তব্য থেকে "উপযুক্ত সাংস্কৃতিক উপাদান নির্বাচন ও সমালোচনামূলক উপস্থাপন" কোডটি নির্ধারিত করা হয়েছে; লোকবিশ্বাসকে প্রেক্ষিতনির্ভরভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ষষ্ঠত, T2-এর বক্তব্যে "শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সংবেদনশীলতা" কোডটি চিহ্নিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, লোকসংস্কৃতির কার্যকর অন্তর্ভুক্তির জন্য সময়, পরীক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উপকরণ, সাংস্কৃতিক উপাদান নির্বাচন এবং শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্য বিবেচনা করা প্রয়োজন।

থিম–৫ : কার্যকর অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মতামত ও সুপারিশ : পঞ্চম থিমে বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতির কার্যকর অন্তর্ভুক্তির জন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মতামত ও সুপারিশ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য থেকে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-থিম ও সংশ্লিষ্ট কোড চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমত, P3 ও T1-এর বক্তব্য থেকে "পাঠক্রমের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সংযুক্তি" কোডটি নির্ধারিত হয়েছে; বাংলা, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের সঙ্গে উপযুক্ত লোকসংস্কৃতির উপাদান যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, P8 ও T4-এর বক্তব্য থেকে "কার্যভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা" কোডটি পাওয়া যায়, যেখানে গল্প বলা, নাটক, গান, ছবি আঁকা, প্রদর্শনী ও প্রকল্পের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, T3-এর বক্তব্য থেকে "শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার প্রয়োজন" কোডটি নির্ধারিত করা হয়েছে। চতুর্থত, P10 ও T4-এর বক্তব্যে "স্থানীয় সম্প্রদায় ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 528 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণ" কোডটি উঠে এসেছে, যেখানে শিল্পী, কারিগর, লোকগায়ক ও প্রবীণ ব্যক্তিদের resource person হিসেবে যুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। পঞ্চমত, P7 ও T2-এর বক্তব্য থেকে "ডিজিটাল উপকরণের ব্যবহার" কোডটি নির্ধারিত হয়েছে; ভিডিও, অডিও ও ডিজিটাল আর্কাইভের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতিকে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপনের সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, অংশগ্রহণকারীরা পাঠক্রমভিত্তিক, কার্যভিত্তিক, সম্প্রদায়নির্ভর ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির কার্যকর অন্তর্ভুক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

উদ্দেশ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ—

উদ্দেশ্য–১ : শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই বাংলা লোকসংস্কৃতিকে পরিবার, স্থানীয় জীবন, সমাজ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করেছেন। শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অভিজ্ঞতার ওপর, আর শিক্ষকরা লোকসংস্কৃতিকে স্থানীয় জ্ঞান ও শিক্ষণ-সম্পদ হিসেবে দেখেছেন।

উদ্দেশ্য–২ : বাংলা লোকসংস্কৃতির শিক্ষামূল্য হিসেবে মূল্যবোধের বিকাশ, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা, সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং সামাজিক সচেতনতার সম্ভাবনা চিহ্নিত হয়েছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়েই এসব ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির শিক্ষাগত গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

উদ্দেশ্য–৩ : লোকসংস্কৃতিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, শিল্প ও সংগীত শিক্ষায় ব্যবহার করার সম্ভাবনা পাওয়া গেছে। গল্প বলা, নাটক, ভূমিকাভিনয়, প্রকল্পভিত্তিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমেও এর ব্যবহার সম্ভব বলে মতামত পাওয়া গেছে।

উদ্দেশ্য–৪ : প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে পাঠক্রমের চাপ, পরীক্ষামুখী শিক্ষা, সময়ের সীমাবদ্ধতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, শিক্ষণ-উপকরণের সীমাবদ্ধতা এবং উপযুক্ত সাংস্কৃতিক উপাদান নির্বাচন চিহ্নিত হয়েছে। শিক্ষকরা বিশেষভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও শিক্ষণ-পদ্ধতিগত সমস্যাগুলোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

উদ্দেশ্য–৫ : কার্যকর অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঠক্রমের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সংযুক্তি, কার্যভিত্তিক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং ডিজিটাল উপকরণের ব্যবহারকে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক বিশ্লেষণ : শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাক্ষাৎকারের তুলনামূলক বিশ্লেষণে বাংলা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য ও কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। উভয়েই লোকসংস্কৃতিকে শিক্ষামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় ব্যবহারযোগ্য বলে মনে করেছে। শিক্ষার্থীরা লোকসংস্কৃতিকে প্রধানত গল্প, গান, ছড়া, প্রবাদ, উৎসব, শিল্প ও পারিবারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছে এবং এর শিক্ষামূল্য হিসেবে আনন্দ, আগ্রহ, মূল্যবোধ, ভাষা ও সৃজনশীলতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে, শিক্ষকরা লোকসংস্কৃতিকে স্থানীয় জ্ঞান, ঐতিহ্য ও শিক্ষণ-উপকরণ হিসেবে দেখেছেন এবং মূল্যবোধ, ভাষা, সৃজনশীলতা, সামাজিক সচেতনতা ও স্থানীয় জ্ঞান বিকাশের সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা গল্প, নাটক, গান, ছবি ও প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিলেও শিক্ষকরা আন্তঃবিষয়ক, কার্যভিত্তিক ও প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন। চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সময়, পরীক্ষা ও উপকরণের অভাবকে গুরুত্ব দিয়েছে; শিক্ষকরা এর সঙ্গে পাঠক্রমের চাপ, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত সাংস্কৃতিক উপাদান নির্বাচনের বিষয় যুক্ত করেছেন। সুপারিশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা আনন্দদায়ক ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম এবং শিক্ষকরা পাঠক্রমিক সংযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পিত বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। উভয় পক্ষই স্থানীয় সম্প্রদায় ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে।

শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational Implication) : বর্তমান গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার্থীদের পারিবারিক, সামাজিক ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে শিক্ষার বিষয়বস্তুর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 528 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করতে পারে। এর ফলে শিক্ষণ আরও পরিচিত, প্রাসঙ্গিক, অর্থবহ ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। পাশাপাশি লোককথা, লোকগান, প্রবাদ, ছড়া ও অন্যান্য লোকজ উপাদানের মাধ্যমে সততা, সাহস, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা ও অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় লোককথা, প্রবাদ, ছড়া ও লোকগানের ব্যবহার শব্দভাণ্ডার, মৌখিক প্রকাশ, গল্প বলা ও সৃজনশীল লেখার দক্ষতা বিকাশে সহায়ক হতে পারে। একইভাবে গল্প বলা, নাট্যরূপ, ভূমিকাভিনয়, ছবি আঁকা, গান ও প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করতে পারে। স্থানীয় ইতিহাস, জীবনযাত্রা, পেশা ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে জানার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্থানীয় জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার বিকশ ঘটবে।

এছাড়া বাংলা লোকসংস্কৃতিকে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতের সঙ্গে যুক্ত করে আন্তঃবিষয়ক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। স্থানীয় শিল্পী, লোকগায়ক, কারিগর ও প্রবীণ ব্যক্তিদের যুক্ত করলে সম্প্রদায়ভিত্তিক ও অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। ভিডিও, অডিও ও ডিজিটাল আর্কাইভও শিক্ষণকে সমৃদ্ধ করতে পারে। তবে কার্যকর অন্তর্ভুক্তির জন্য পাঠক্রমের চাপ, পরীক্ষামুখীতা, সময়ের সীমাবদ্ধতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উপকরণের সহজলভ্যতা এবং উপযুক্ত সাংস্কৃতিক উপাদান নির্বাচন বিবেচনা করা প্রয়োজন। ফলে বাংলা লোকসংস্কৃতি বিদ্যালয় শিক্ষায় একটি প্রাসঙ্গিক, অংশগ্রহণমূলক ও স্থানীয়-প্রেক্ষিতভিত্তিক শিক্ষণ-সম্পদ হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।

সীমাবদ্ধতা (Limitations) : এই গবেষণার প্রধান সীমাবদ্ধতা হল, এটি পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার মাত্র দুটি বিদ্যালয়ে পরিচালিত হওয়ায় ফলাফল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সাধারণীকরণ করা যায় না। Purposive Sampling-এর কারণে অংশগ্রহণকারীদের মতামত বৃহত্তর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসমাজের সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারে। Semi-Structured Interview-নির্ভর তথ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও মতামতের প্রভাব এবং পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলা লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্যের কারণে সব উপাদান সমানভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। সময়ের সীমাবদ্ধতায় দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা যায়নি। এছাড়া Qualitative গবেষণায় coding ও thematic interpretation-এর ক্ষেত্রে গবেষকের ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে এড়ানো কঠিন।

উপসংহার (Conclusion) : পরিশেষে বলা যায়, বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে আরও প্রাসঙ্গিক, অর্থবহ, আনন্দদায়ক ও স্থানীয়-প্রেক্ষিতভিত্তিক করে তোলার গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা রাখে। এই গবেষণায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা গেছে যে লোককথা, লোকগান, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, লোকনৃত্য, পটচিত্র, লোকউৎসব এবং অন্যান্য লোকজ উপাদান শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ, ভাষা ও সাহিত্যচর্চা, সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং স্থানীয় জ্ঞান বিকাশে সহায়ক হতে পারে। একই সঙ্গে গল্প বলা, ভূমিকাভিনয়, নাট্যরূপ, শিল্পচর্চা, প্রকল্পভিত্তিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতিকে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব।

তবে কার্যকর অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে পাঠক্রমের চাপ, পরীক্ষামুখীতা, সময়ের সীমাবদ্ধতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষণ-উপকরণের অভাব এবং উপযুক্ত সাংস্কৃতিক উপাদান নির্বাচনের মতো চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তাই বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি শুধু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যম নয়; এটি স্থানীয় জ্ঞান, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাকে শক্তিশালী করার একটি সম্ভাবনাময় শিক্ষণ-সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

Reference:

১. Ministry of Human Resource Development, Government of India. National Education Policy 2020. Government of India, 2020.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 528 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. Das, Arindam, et al. Rhythms of Learning: State of the Education Report for India 2024: Culture and Arts in Education. UNESCO, 2024.
৩. Hashim, H. "Application of Technology in the Digital Era Education." International Journal of Research in Counseling and Education, vol. 2, 2018, pp. 1–5. https://doi.org/10.24036/002za0002.
৪. Das, Arindam, et al. Rhythms of Learning: State of the Education Report for India 2024: Culture and Arts in Education. UNESCO, 2024.
৫. Das, Arindam, et al. Rhythms of Learning: State of the Education Report for India 2024: Culture and Arts in Education. UNESCO, 2024.
৬. Ministry of Human Resource Development, Government of India. National Education Policy 2020. Government of India, 2020.
৭. Dey, Falguni. "Folk Culture of West Bengal." Journal of Institute of Landscape Ecology and Ekistics, vol. 35, no. 1, June 2012, pp. 537–550.
৮. Sengupta, Sarmistha. "Traditional Cultural Expressions, Expressions of Folklore." Traditional Knowledge in Modern India, Springer India, 2018. https://doi.org/10.1007/978-81-322-3922-2_6.
৯. Rukmana, M. "Local Folklore as Language and Literature Teaching Material in South Banten." 2019.
১০. Barli, Jenny, Monika Widyastuti Surtikanti, and Antonius Setyawan Sugeng Nur Agung. "The Utilization of Local Folklore as Teaching Material: Students' Viewpoint and Character Education." Journal of English Educational Study, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 82–91. https://doi.org/10.31932/jees.v7i1.3239.
১১. Rahiem, Maila D. H., and Fathul Rahim. "The Dragon, the Knight and the Princess: Folklore in Early Childhood Disaster Education." International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol. 19, no. 8, 2020, pp. 60–80. https://doi.org/10.26803/ijlter.19.8.4.
১২. Das, Arindam, et al. Rhythms of Learning: State of the Education Report for India 2024: Culture and Arts in Education. UNESCO, 2024.
১৩. Mishra, Rashi Dubey, and Stuti Srivastava. "Reviving Indian Folk Tales through Pedagogical Practices in Primary School Education." Education and Society, Special Issue, 2022, p. 134-139.
১৪. Nadig, K. Nanda Kishore, and N. Madhusudan. "Impact of Folklore on Indian School Education, An Empirical Study." Digitalization of Culture Through Technology, Routledge, 2022. https://doi.org/10.4324/9781003332183-54.
১৫. Yanchen, Pema. "Folklore as a Pedagogical Resource: Teaching Values through Folksongs and Folktales." Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.19778296.
১৬. Ministry of Human Resource Development, Government of India. National Education Policy 2020. Government of India, 2020.
১৭. Das, Arindam, et al. Rhythms of Learning: State of the Education Report for India 2024: Culture and Arts in Education. UNESCO, 2024.
১৮. Mishra, Rashi Dubey, and Stuti Srivastava. "Reviving Indian Folk Tales through Pedagogical Practices in Primary School Education." Education and Society, Special Issue, 2022, p. 134-139.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 61
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 528 - 538
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৯. Nadig, K. Nanda Kishore, and N. Madhusudan. "Impact of Folklore on Indian School Education, An Empirical Study." Digitalization of Culture Through Technology, Routledge, 2022. https://doi.org/10.4324/9781003332183-54.

২০. Barli, Jenny, Monika Widyastuti Surtikanti, and Antonius Setyawan Sugeng Nur Agung. "The Utilization of Local Folklore as Teaching Material: Students' Viewpoint and Character Education." Journal of English Educational Study, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 82–91. https://doi.org/10.31932/jees.v7i1.3239.

২১. Agung, Antonius Setyawan Sugeng Nur, M. Suryaman, and S. A. Sayuti. "A Viewpoint on Folklore Education: Providing Students Freedom and Empowerment." Journal of Education and Learning, vol. 18, no. 1, 2024, pp. 63–71. https://doi.org/10.11591/edulearn.v18i1.21035.

২২. Rukmana, Maman. "Local Folklore as Language and Literature Teaching Material in South Banten." 2019.

২৩. Barli, Jenny, Monika Widyastuti Surtikanti, and Antonius Setyawan Sugeng Nur Agung. "The Utilization of Local Folklore as Teaching Material: Students' Viewpoint and Character Education." Journal of English Educational Study, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 82–91. https://doi.org/10.31932/jees.v7i1.3239.

২৪. Yanchen, Pema. "Folklore as a Pedagogical Resource: Teaching Values through Folksongs and Folktales." Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.19778296.